যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

target@ কেরিয়ার

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

কেরিয়ার দৌড়ে বেছে নিন সময়োপযোগী শিক্ষা

পুষ্পিতা আঢ্য (কেরিয়ার গ্রুমার)

বর্তমান প্রজন্ম কেরিয়ার নিয়ে সবসময় সচেতন। সন্তানদের যুগোপযোগী করে তুলতে বাবা-মাও অধিক মাত্রায় তৎপর। এখন প্রায় স্কুল জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়, কেরিয়ার সম্পর্কিত ভাবনা। এই সময়ে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা খুব বেশি। তাই বর্তমান সময়ে বাধাগত বা পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করে বসে থাকার চেয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির বাজারের উপযোগী ট্রেনিং নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটির প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করছেন মানুষ। গতানুগতিক শিক্ষার চেয়ে বাস্তবমুখী শিক্ষা অনেক বেশি কার্যকরী। শিক্ষার বেস তৈরি করার জন্য পুঁথিগত শিক্ষা নিশ্চয়ই উপযোগী। তাতে যে বিষয় নিয়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোনা করছে, তাতে সেখান থেকে প্রারম্ভিক জ্ঞান লব্ধ হয়। কিন্তু তার সঙ্গে এমন কিছু দরকার, যাতে চাকরির বাজারে আরও কিছুটা পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

কারণ গতানুগতিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এই সময়ে চাকরির বাজারে খুব বেশি সুবিধা করা সম্ভব নয়। কারণ এখন সিভিতেও কর্তৃপক্ষ দেখতে চান, পড়াশোনার পাশাপাশি কর্মপ্রার্থীর অন্য কোনও বিষয় জ্ঞান আছে কিনা। তবে চাকরির ক্ষেত্রে পা ফেলতে অনেক সুবিধা হয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রযুক্তি। মানুষও এখন প্রযুক্তিনির্ভর। এ ধারাবাহিকতায় বিস্তৃত হচ্ছে শিক্ষা সেক্টরও। গতানুগতিক শিক্ষার আশায় বসে না থেকে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দ্রুত এগিয়ে থাকা যায় কেরিয়ার দৌড়ে। বর্তমানে তরুণ কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে বিশ্বের প্রতিটি দেশেই কারিগরি শিক্ষার ওপর যথেষ্ট জোর দিতে দেখা যায়।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ক্রিয়েটিভ বিষয়ে যেসব কোর্স পরিচালিত হচ্ছে তার প্রতিটিতেই রয়েছে চাকরির জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা। আর কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে সরকারি পলিটেকনিকের পাশাপাশি বেসরকারি পলিটেকনিকগুলোতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এই ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (এনআইইটি)। এখানে চার বছর মেয়াদি আট সেমিস্টারে যেসব কোর্স পরিচালনা হয়, তা হল– ডিপ্লোমা ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, শিপ বিল্ডিং টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, গার্মেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং, গ্লাস টেকনোলজি, সার্ভেয়িং, সিরামিক্স টেকনোলজি, ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। সবচেয়ে বড় কথা এসব কারিগরি ও গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে থাকা যায় কেরিয়ার দৌড়ে। এছাড়া মজবুত হয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

তবে একটা কথা মনে রাখা জরুরি– কেরিয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ সবার আগে। কারণ লক্ষ্য নির্ধারণ সঠিক হলে তবেই আপনি আপনার কেরিয়ার উপযোগী ট্রেনিং নিতে সক্ষম হবেন। তাই প্রয়োজন সবার আগে দরকার সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ এই সিদ্ধান্তই দেখিয়ে দিতে পারে মসৃণ ও ভবিষ্যতের রাস্তা। আর সিদ্ধান্ত সঠিক হলেই গড়া যাবে স্মার্ট কেরিয়ার।

জীবনযুদ্ধে কিছু মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে চলুন

সঞ্জয় ভাদুড়ি (কেরিয়ার ফ্যাকাল্টি)

কেরিয়ারে এগিয়ে যেতে কে না চান? চাকরি ছেড়ে দেওয়া বা নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়া বা নতুন করে লেখাপড়া শুরু করা– পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সফলতা পেতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু শিক্ষা অর্জন জরুরি। সাধারণত অভিজ্ঞজনরা নতুনদের এসব শিক্ষা দিতে পারেন। জীবন মানেই যুদ্ধ, আর মৃত্যু মানেই সব শেষ। তাই জীবন আছে মানে সেখানে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কেরিয়ার। যার ওপর নির্ভর করে আমরা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াই। তাতে বাধাবিঘ্ন আসবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক নিয়মকে 'স্বাভাবিক' বলে ভাবা জরুরি। তাহলে আমার জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারব। তবে জীবনে এগিয়ে যেতে হলে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা খুব প্রয়োজনীয়। তাহলে আপনি অন্যের ওপর বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারবেন।

এখানে ফোর্বসের কেরিয়ার বিশেষজ্ঞ ট্রাভিস ব্রাডবেরি তুলে ধরেছেন সেই সব শিক্ষার কথা। আগে থেকেই এসব না শিখে রাখলে পরবর্তীতে পস্তানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

১. প্রথমেই আত্মবিশ্বাস: সফল মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাসের বিচ্ছুরণ দেখা যায়। কারণ তারা নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখেন। তাদের কাছে প্রথমেই আসে আত্মবিশ্বাস, তারপর অন্য বিষয়গুলো। আর তা আনতে হলে নিচের বিষয়গুলো বুঝে নিন।

ক. সন্দেহ সব সময় নতুন সন্দেহের জন্ম দেয়। আপনার ওপর কেন অন্য কেউ ভরসা আনবেন? যদি নির্ভরতার উপাদানগুলো আপনার কাছে আছে বলে মনে করতে পারেন, তবেই অন্যের কাছে নিজের বিশ্বস্ততা দাবি করতে পারেন।

খ. নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে হলে আত্মবিশ্বাস জরুরি। মানুষ যেখানে স্বস্তিবোধ করে না, সেখানে বিশ্বাস আনতে চায় না। কারওর ওপর বিশ্বাস আনতে হলে তার সংস্পর্শকে নিরাপদ মনে হতে হবে। সফল কেরিয়ারের চারদিকে শক্ত ভিত্তি গড়তে থাকে আত্মবিশ্বাস।

গ. যাঁদের নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই, তাঁরা অভ্যন্তরের নানা অশান্তিতে ভুগতে থাকেন। সফল মানুষরা নিজের ভেতর থেকে কোনও বাধার সম্মুখীন হন না।

২. জীবনটা ছোট, তবে তা আপনিই গড়বেন: আপনি আসলে পরিস্থিতির শিকার নন। সিদ্ধান্ত নিতে কেউ-ই আপনাকে জবরদস্তির মাধ্যমে বাধ্য করতে পারেন না। যে পরিস্থিতিতে আজকে

এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘরে বসে ব্যবসা করার কিছু লাভজনক উপায়

আজকাল অনেক উদ্যোক্তাই কাজের অবস্থান থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সফলভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। তাঁদের বেশিরভাগের অফিস হচ্ছে নিজের ঘরেই। যে কোনও কাজেই পরিশ্রম আছে, তবেই আসবে সাফল্য। গত সংখ্যার পর...

৩। ঘরে কাজের রকম হাজারও হোক, অফিসের কাজের জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিতে হবে। সেই সময়টাতে শুধুমাত্র অফিসের কাজগুলো করা হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখে যায়, অনেকেই সময় ঠিক করেন কিন্তু পরে তা এলোমেলো করে ফেলেন ঘরের কাজের সঙ্গে যেটা খুবই বাজে অভ্যাস। অনেকের ঘরে ছোট বাচ্চা থাকে, যাদের কারণে কাজে ব্যাঘাত ঘটে। আর সেই সঙ্গে ঘরের অন্যান্য কাজ তো থাকেই কিন্তু নিজেকে উদ্যোক্তা হিসাবে সফল দেখতে চাইলে সব কিছুর মাঝেও অফিসের জন্য নির্দিষ্ট সময়টা ব্যবসার কাজেই লাগাতে হবে।

৪। যে কোনও কাজের ক্ষেত্রেই পূর্ব-পরিকল্পনা সময় বাঁচাতে সাহায্য করে। আর তাই ঘরের থেকে অফিস মেইনটেন করার ক্ষেত্রেও পূর্ব পরিকল্পনা, কাজের দিক ঠিক করে রাখা এবং কাজগুলো দিন-সময় অনুযায়ী সাজিয়ে রাখাটা অফিস এবং ঘরের কাজ দুটোই মেইনটেন করার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে।

তাই রান্না ঘরেই থাকুন কী অফিসে, সামনে রাখুন কাজের লিস্টগুলো। প্রায়োরিটি বেসিসে কাজগুলো শেষ করুন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এই নয় যে ঘরে অফিস আর তার মানে আপনি যে কোনও সময় অফিস শুরু করতে পারেন। তাহলে আপনি নিজেই পিছিয়ে পড়বেন।

৫। একটা প্রবাদ আছে, পোশাক বাড়ায় মনোবল। আর তাই ঘর হোক কী অফিস, কাজের বেলায় নিজের পোশাকের দিকেও খেয়াল রাখুন।

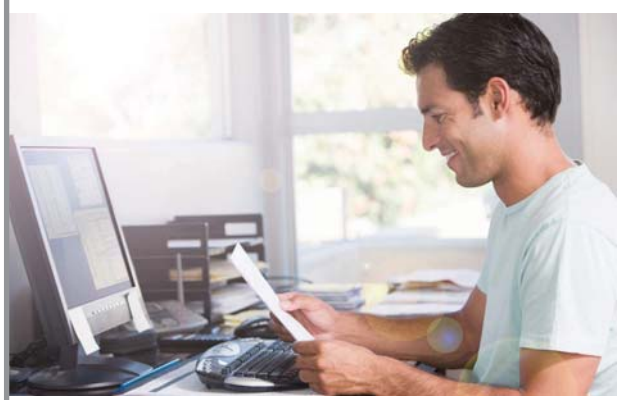

সব সময়, সব জায়গায় একই রকম পোশাক কাজের মনোভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ঘরের কাজ আর অফিসের কাজের বেলায় চেষ্টা রাখবেন পোশাকটা যেন ভিন্ন এবং আরামদায়ক হয়।

৬। অফিসে ক্লায়েন্ট সার্ভিস দেবার সময়, কাস্টমার-বায়ারদের সঙ্গে ডিল করার সময়ও মাথায় রাখবেন, অফিসের পোশাকটা যেন অফিসের মতোই হয়। চেষ্টা করবেন আপনার অফিস প্লেসটা যেন আলাদা হয় আপনার ঘরের অন্যান্য রুম থেকে। তাই কাজ করার জন্য বাছাই করবেন এমন একটি এরিয়া যেখানে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে সব কিছু ব্যালেন্স করতে সমস্যা না হয়।

৭। কাজে মনোযোগ বাড়ানোর জন্য অফিসের ছোট থেকে বড় সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হোক তা ফুলদানির ফুলগুলোই হোক। ঘরের কাজ করে, সংসার নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যখন আপনি অফিসে আসবেন তখন যেন, নিজে থেকেই কাজ করার ইচ্ছে জাগে, সব কিছুকে এক পাশে রেখে নিজের বিজনেসকে ভাবতে ইচ্ছে করে। সে ক্ষেত্রে আপনার অফিসের পরিবেশটাই পারবে অনেকটা ভূমিকা রাখতে।

এরপর পরের সপ্তাহে

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

কেরিয়ার

চাকরির মৌখিক পরীক্ষা দিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে

চাকরি আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার জন্য আমার নিজেদের মনকে প্রস্তুত করে থাকি। কিন্তু নানা অজানা ভয় বা আশঙ্কায় অনেক সময় ইন্টারভিউ বোর্ডেই অনেকে হারিয়ে যান। তার কারণ হল ভাইভা-র মুখোমুখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে অজানা কিছু ভয় আমাদের গ্রাস করে। যার ফলে কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারেন না অনেকেই। আসলে বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন যে শিক্ষাগত জীবনে ভালো রেজাল্ট থাকলেই হয়তো সহজে চাকরি পাওয়া যাবে, কিন্তু না। অনেকেই ভাইভা বোর্ডে নিজেকে প্রকৃত অর্থে উপস্থাপন করতে না পারার কারণে চাকরি হাতছাড়া হয়ে যায়।

ভাইভা বোর্ডে যাঁরা থাকেন, তাঁরা কিন্তু নানাভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমেই আপনাকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেবেন। একজন চাকরিপ্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি তাঁর স্মার্টনেস, উপস্থাপন কৌশল, বাচনভঙ্গি এসব বিষয়ও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাইভা বোর্ডে ঢুকেই অনেকে নিজের অজান্তে প্রথমেই নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করেন বসেন। নিয়োগদাতারা তেমন কোনও প্রশ্ন না করেই বা সৌজন্যতার খাতিরে দু-একটি প্রশ্ন করেই বিদায় করে দেন। এরকম পরিস্থিতি এড়াতে ও নিজেকে যোগ্য করে উপস্থাপন করার জন্য জেনে নিন কিছু কৌশল।

১. চাই ভালো জীবনবৃত্তান্ত

ইন্টারভিউ বোর্ডে নিজেকে উপস্থাপনার আগেই জীবনবৃত্তান্ত বা বায়োডাটা উপস্থাপন করার প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য জীবনবৃত্তান্ত তৈরির সময় আপনাকে অবশ্যই কৌশলী হতে হবে। চাকরিপ্রার্থীর যেটা ভালো অর্জন, তা হল জীবনবৃত্তান্ত আগে ঠিকমতো লিখতে হবে। আর এতে যেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে একটি ফরওয়ার্ডিং লেটারও দিয়ে দিতে হবে। কোনও বানান বা ব্যাকরণগত ভুল যাতে না হয় সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্তে অনেকেই ভুল তথ্য উপস্থাপন করেন এবং নিজেকে যোগ্য প্রমাণের জন্য সত্য নয় এমন অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করেন। এটি মোটেই উচিত নয়। নিয়োগকর্তারা নিয়োগের পরেও যদি আপনার ভুল তথ্য উপস্থাপনের বিষয়টি ধরে ফেলেন, তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে চাকরি চলে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। এমন কোনও কাজ করবেন না, যাতে কর্তৃপক্ষের চোখে আপনি খারাপ প্রমাণিত হন।

২. প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে ভুলবেন না

ভাইভা বোর্ডে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র সঙ্গে নিতে হবে। চাকরির আবেদনের সময় এসব কাগজপত্র দিতে হয়, তাই এসব কাগজপত্র নিয়োগদাতাদের কাছে থাকলেও এসব সঙ্গে করে নিতে হবে। ভাইভা বোর্ডের সদস্যরা যে কোনও সময় এসব চেয়ে বসতে পারেন। এ ছাড়া সঙ্গে জীবনবৃত্তান্ত ও ছবিও রাখুন। আর একটি কলমও সঙ্গে রাখা দরকার। আর এসব রাখার জন্য ভালো মানের একটি ব্যাগ বা ব্রিফকেস সঙ্গে রাখতে পারেন। তবে একটি বিষয় সচেতন থাকা জরুরি, হাতের ব্যাগ টেবিলের ওপর না রেখে পাশে কোথাও রাখা উচিত।

৩. ক্লান্তি ঝেড়ে তরতাজা ভাব বজায় রাখুন:

সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় আপনার মধ্যে যেন কোনও প্রকার ক্লান্তিভাব না আসে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কেউ কেউ নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক আগের মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে ভাইভা বোর্ডে এসে উপস্থিত হওয়ার কারণে শরীর ঘামে একাকার হয়ে যায়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত আধঘণ্টা আগে ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হয়ে নিজেকে প্রাণবন্ত করে তুলুন। প্রয়োজনে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে পারেন। অনেকে সারা রাত জেগে বা গভীর রাত পর্যন্ত পড়ালেখা করে সকালে ভাইভা দিতে আসেন। এতে চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিজেকে সতেজ করে উপস্থাপনের জন্য ভাইভার আগের রাতের ভালো ঘুম খুব জরুরি। তাই বেশি রাত না জেগে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে ভালোভাবে স্নান করে ভাইভা বোর্ডের উদ্দেশে রওনা হোন।

৪. পরিচ্ছন্ন ভাবে সঠিক সময়ে

অনেকেই নির্দিষ্ট সময়ের পরে সাক্ষাৎকার বোর্ডে এসে হাজির হন। এই সময়মতো আসতে না পারাটাই আপনার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ভাইভা বোর্ডে কোনওক্রমেই দেরি করে উপস্থিত হবেন না। দেরিতে এলে নিয়োগদাতারা ভাইভা না-ও নিতে পারেন বা ভাইভার আগেই বাদ দিয়ে দিতে পারেন। নিজেকে পরিপাটি ভাবে উপস্থাপন করার গুরুত্বও কিন্তু অনেক। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শালীন ও মার্জিত পোশাক পরে ভাইভা বোর্ডে উপস্থিত হতে হবেন। পোশাকই কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবে।

এরপর পরের সংখ্যায়

জীবনযুদ্ধে কিছু মূল্যবোধ নিয়ে এগিয়ে চলুন

প্রথম পাতার পর

রয়েছেন তার কারণ আপনি নিজেই। আপনিই তা সৃষ্টি করেছেন। হতে পারে লক্ষ্য অর্জনে যা করা দরকার ছিল তা করার সাহস আপনার মধ্যে ছিল না। যখন শুরু করবেন তখন মইয়ের নিচ থেকে বেয়ে বেয়ে ওপরে ওঠার পরিকল্পনা করবেন।

৩. ব্যস্ততাই উৎপাদনশীলতা নয়: আপনি সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে, ব্যস্ততার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারছেন। একের পর এক মিটিং শেষে আপনার অর্জন শূন্য হতে পারে। সফলতা কেবলমাত্র ব্যস্ততা থেকে আসে না। মনোসংযোগ থেকে আসে যা উৎপাদনশীল কাজে ঢেলে দেওয়া হয়। জ্ঞানগর্ভ থেকে উৎপাদনশীল কাজ বেছে নিন। আপনার ব্যস্ততার ফলে যা বেরিয়ে আসবে তা ফলপ্রসূ না হলে কোনও লাভই নেই।

৪. অন্যদের মতো আপনিও দক্ষ : এমন মানুষের চারপাশে অবস্থান করবেন যাঁরা আপনাকে অনুপ্রেরণা দেবেন। অন্য সব যোগ্য মানুষের মতো আপনার মধ্যেও যোগ্যতা ও মেধা রয়েছে। জীবনের পরিসর অনেক ছোট। কাজেই এসব নেতিবাচক মানুষের চারপাশে থেকে সময় নষ্ট করবেন না।

৫. 'না' বলতে শিখুন: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার এক গবেষণায় বলা হয়, 'না' কথাটা বলতে যত অস্বস্তি বোধ করবেন, মানসিক চাপ ততই বেড়ে যাবে। 'না' কথাটা অনেক শক্তিশালী যার মাধ্যমে বহু বাজে পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা যায়। যা করতে চাইছেন না, সেখানে 'না' বলুন। মন থেকে চাইলেই 'হ্যাঁ' বলতে পারেন।

৬. অতিমাত্রায় নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করুন: কেরিয়ারে সব সময় আনন্দের উপকরণ পাবেন না। তখন নিজেকে নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধবে। নৈরাশ্য ভর করবে। এগুলো নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করলে আত্মবিশ্বাস হারাতে থাকবে। তবে ভেতর থেকে যা খুব বেশি সমস্যা সৃষ্টি করছে তা বোঝার চেষ্টা করুন।

৭. 'যদি এমন হয়' এই চিন্তাটা ত্যাগ করুন: লক্ষ্য নির্ধারণে এই চিন্তা পদে পদে বাধা সৃষ্টি করবে। 'যদি এমন হয়' কথাটি মনে উদয় হলেই তা না-বোধক শব্দ হয়ে যায়। এই সন্দেহ এমন এক পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়, যেখানে কোনও সম্ভাবনা থাকে না।

৮. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন: স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে কোনও কাজই সম্পন্ন হবে না। মস্তিষ্ককে কর্মক্ষমতা দেয় ঘুম। তাই নিয়মিত গভীর ঘুম অতি জরুরি। আবার নিয়মিত ব্যায়াম আপনাকে আরও বেশ কর্মক্ষম করে তুলতে পারে। আত্মনিয়ন্ত্রণ, মনোযোগ বৃদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি ধরে রাখতে ঘুম ও ব্যায়ামের বিকল্প নেই। সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে, যাঁরা প্রতি সপ্তাহে দুই বার ব্যায়াম করেন, ১০ সপ্তাহ পর তাঁরা নিজেদের প্রতিযোগী মনে করেন।

৯. ছোটখাটো বিজয় উদ্‌যাপন: সফলতা সব সময় বড় আকারে আসবে এমন কোনও কথা নেই। ছোটখাটো অর্জন কোনও না কোনও সময় ঠিকই আসছে। তাই এগুলো আপনাকে আরও উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। এতে টেস্টোস্টেরন হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে। এই হরমোন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

১০. নিখুঁত কাজ আশা করবেন না: কোনও কাজই নিখুঁত হয় না। প্রকৃতিগতভাবেই কোনও কিছু নিখুঁত নয়। তাই এমনটা পেতে চাইলে কেবল সময়ের অপচয়ই হতে থাকবে। তাছাড়া মানসিক পীড়া বাড়বে। এর প্রতি সব খেয়াল ঢেলে দিলে ব্যর্থতা চলে আসবে। তাই সফল হতে গুণগত মানসম্পন্ন কাজ করুন।

১১. সমাধানে মনোযোগ দিন: সমস্যা থাকবেই। তাই সব সময় সমাধানের খোঁজ করুন। যে কোনও সমস্যা সমাধানের উপায় রয়েছে। সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকলে নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা উঁকি দেবে মনে।

১২. নিজেকে ক্ষমা করুন: মাঝে মাঝে ব্যর্থতার শিকার হবেন। পিছলে পড়ে যাবেন। ভুল হতেই পারে। এ নিয়ে অনুতাপ করবেন না। ভুল তখনই মূল্যবান হয় যখন এর থেকে শিক্ষা নিতে পারবেন। অনুতাপে না ভুগে নিজেকে ক্ষমা করে দিন। এ কাজ না করতে পারলে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসে ক্ষয় ধরবে। তখন নিজের ওপর নিজেই আস্থা রাখতে পারবেন না।

ব্যবসা-কথা

ফ্রুট ক্যান্ডির ব্যবসা

গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা প্রত্যেক ঋতুতেই মরসুমি ফলের আলাদা গুরুত্ব আছে। কারণ ফল অতি স্বাস্থ্যকর একটি উপাদান, যা শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং বিভিন্ন দিক দিকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে ফলের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে ফাস্টফুড। যা চটজলদি হাতের কাছে পাওয়া যায়। এই জিনিসগুলি খেতে সুস্বাদু হলেও তা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। কিন্তু অপরদিকে অসুখ-বিসুখকে শরীর থেকে দূরে রাখতে ফলের গুরুত্ব অপরীসীম। তাই এই সমস্যার সমাধান করতে দেখতে মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ফ্রুট ক্যান্ডির তৈরি করার কথা চিন্তা-ভাবনা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। মরসুমি বিভিন্ন ফলের রস জমিয়ে সুস্বাদু ফ্রুট ক্যান্ডি তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রায়োজেনিক রিসার্চ সেন্টার। একটা সময় এই সমস্ত প্রয়াস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতে থাকলেও পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন মরসুমি ফলের ক্যান্ডি তৈরির ওপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত ফলের মধ্যে রয়েছে আম, জাম, আতা, সবেদা, আনারস, তরমুজ, কলা, কদবেল, করমচা, কামরাঙা। ডাবের জল দিয়েও ক্যান্ডি তৈরি হচ্ছে। ক্যান্ডি তৈরির জন্য জাম, কামরাঙা, করমচা, আতার মতো গ্রামবাংলার সাধারণ ফলগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে এইসব ফল ফলানোর জন্য রাসায়নিক সার বা কীটনাশক সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। সেজন্য ফলের নিজস্ব সব খাদ্যগুণ বজায় থাকে।

যাঁরা ব্যবসা করতে আগ্রহী তাঁদের জন্য এই সময়টা ভালো, কারণ গ্রীষ্মের সময়ে এই ধরনের ব্যবসা শুরু করার আদর্শ সময়। তবে শীতের মরসুমেও যে ক্যান্ডির ব্যবসা চলবে না এমন নয়। কারণ ফ্রুট ক্যান্ডি খুবই পুষ্টিকর। যা শিশুদের জন্য একদমই ক্ষতিকর নয়। তাই এই নিয়ে অভিভাবকদের কোনও সমস্যা নেই। তাই বিক্রি বাড়লে এই ব্যবসার প্রসার বাড়তে বাধ্য।

ফোটো কাটিং মেশিনের ব্যবসা করে স্বনির্ভর হতে পারেন

বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতা বেশি। তা সত্ত্বেও সেই প্রতিযোগিতার বাজারে কেউই পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। প্রতিনিয়ত কিছু করবার তাগিদ সকলকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন তরুণ প্রতিভারা আর কেউ ঘরে বসে সময় কাটাবার পক্ষপাতী নন। কবে বড় কোম্পানি থেকে চাকরির অফার আসবে তার জন্য বসে থাকতে রাজি নন কেউই। নানা ছোট ব্যবসার দিকে ঝুঁকছেন প্রায় কম-বেশি সকলেই। যেমন ধরুন এই ব্যবসাটি। এই মেশিনের সাহায্যে ফোটো তোলার পর ফোটোর চারিদিক নির্দিষ্ট মাপে কেটে নেওয়া হয়। এছাড়া এই নির্দিষ্ট মেশিনের সাহায্যে আইডেনটিটি কার্ড বা ল্যামিনেশন করার পর তার চারদিক নির্দিষ্ট মাপে কাটিং করা সম্ভব।

কীভাবে করবেন: ফোটো আইডেনন্টিটি কার্ড প্রভৃতি মেশিনের নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে হাতলে প্রেশার দিলে নিচে লাগানো ব্লেডের সাহায্যে ফোটোগুলি নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী কাটিং হয়ে বেড়িয়ে আসবে।

কোন মেশিনের কী দাম: হস্তচালিত এই মেশিনটির দাম পড়বে ৪ হাজার টাকা।

মেশিন কোথায় পাবেন: মেশিন পাবেন এই ঠিকানায়। Bharat Machine Tools Industries, 61 Ganesh Chandra Avenue. Kolkata-700013. Ph-2236-8015, 9432422086.

৩
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার জন্য আবেদন

ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষার জন্য একটি প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়। 'সিভিল সার্ভিসে (প্রিলিমিনারি) এগজামিনেশন'-এর ফলাফলের ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসেস মেন ইন্ডিয়ান মেন সার্ভিস পরীক্ষায় বসার যোগ্য প্রার্থীদের আলাদা আলাদা তালিকা প্রকাশ করা হবে। মনে রাখবেন, প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর পরবর্তী পর্যায়ের কোনও ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিসের মেন লিখিত পরীক্ষায় থাকবে মোট ৬ টি পেপার। এর মধ্যে দুটি আবশ্যিক পেপার: জেনারেল ইংলিশ ও জেনারেল নলেজ। প্রতিটিতে নম্বর ৩০০ করে। এছাড়া দুটি ঐচ্ছিক বিষয় বেছে নিতে হবে, নিম্নলিখিত তালিকার মধ্যে থেকে– এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, বোটানি, কেমিস্ট্রি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথামেটিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জুলজি। দুটি ঐচ্ছিক বিষয়ের মোট ৪টি পেপারের প্রতিটিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। যে সব বিষয়ের কম্বিনেশন নেওয়া যাবে না, সেগুলি হল এগ্রিকালচার, এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার ও অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচার ও ফরেস্ট্রি, কেমিস্ট্রি ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথামেটিক্স ও স্ট্যাটিসটিক্স। একাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে নেওয়া যাবে না। ডেসক্রিপ্টিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। উত্তর লিখতে হবে ইংরেজিতে। প্রতিটি পত্রের জন্য সময় ৩ ঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য ডাক পাওয়া যাবে। বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.upsc.gov.in

রেলওয়ে অ্যাপ্রেনটিস এগজামিনের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই

স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে অ্যাপ্রেনটিসেস এগজামিনের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাই করা হয়, লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টের মাধ্যমে মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা হয় তিন পত্রে। প্রতি পত্রে নম্বর ২০০। প্রথম পত্রে জেনারেল এবিলিটির পরীক্ষা। এক্ষেত্রে ইংরেজি, জেনারেল নলেজ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের প্রশ্ন হবে। দ্বিতীয় পত্রে থাকবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির প্রশ্ন। তৃতীয় পত্রে শুধু অঙ্কের প্রশ্ন হবে। প্রতি পত্রের জন্য সময় ২ ঘণ্টা। সবক্ষেত্রেই অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। পার্সোনালিটি টেস্ট হবে ২০০ নম্বরের। প্রশ্নপত্র হবে ইংরেজিতে। উচ্চমাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে।

কোস, ট্রেনিং

নেতাজি সুভাষ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসে স্পোর্টস কোচিংয়ের সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। খেলাধুলার যোগ্যতা: জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় একক এবং দলগতভাবে, প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকার করে থাকতে হবে, অথবা ইউনিভার্সিটি ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় একক এবং দলগতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকতে হবে। সঙ্গে কোনও স্কুল বা কলেজ কোনও সংস্থায় খেলা-সংক্রান্ত কাজে কর্মরত থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়, ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজসেবীরা অগ্রাধিকার পাবেন। কলকাতায় সার্টিফিকেট কোর্স করানো হবে এইসব ক্রীড়ায়। আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, ক্রিকেট, ফুটবল , জিমন্যাসটিক্স, হ্যান্ডবল। কোর্সের মেয়াদ ৬ সপ্তাহ। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট: www.nsnis.org

নেট/ সেট

ইউজিসি 'নেট' পরীক্ষায় ধরন বিষয়ে বিশদে জানানো হল। ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন আয়োজিত নেট পরীক্ষায় তিনটি পেপারে পরীক্ষা হয়ে থাকে, আলাদা সেশনে, একই দিনে। তিনটি পেপারেই প্রশ্ন হয় অবজেকটিভ টাইপ। পেপার ওয়ানে রিজনিং এবিলিটি, কম্প্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিংকিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের ক্ষমতা যাচাই করা হয়ে থাকে। ৬০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন থাকে। এর মধ্যে ৫০ টির উত্তর করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নে ২ নম্বর করে থাকবে। অর্থাৎ পেপার ওয়ানের মোট নম্বর ১০০। পরীক্ষার সময়সীমা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পেপার টু-এর প্রশ্ন হয় সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে। ৫০টি অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ পেপার টু-এর মোট নম্বর ১০০। পরীক্ষার সময়সীমা ৪৫ মিনিট। পেপার থ্রি-এর পরীক্ষাতেও প্রশ্ন হয় সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে। ৭৫টি অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২। অর্থাৎ পেপাপ থ্রি-এর মোট নম্বর ১৫০। পরীক্ষার সময়সীমা আড়াইঘণ্টা। ইউজিসি 'নেট' পরীক্ষার প্রতিটি পেপারেই প্রার্থীকে ন্যূনতম যোগ্যতামান পেতে হবে। সাধারণ জাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেপার-ওয়ানে ন্যূনতম ৪০ নম্বর এবং পেপার থ্রিয়ে ন্যূনতম ৭৫ নম্বর পেতে হবে। ওবিসি ও তফশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পেপার ওয়ানে ন্যূনতম ৩৫ নম্বর এবং পেপার থ্রি-এ ন্যূনতম ৬০ নম্বর পেতে হবে। কোনও পেপারেই নেগেটিভ মার্কিং নেই। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল বর্ধমান, শিলিগুড়ি ও কলকাতা। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.cb-senet.nic.in

সিআরপিএফ-এ

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে স্টেনোগ্রাফার পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা যে কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। এর পাশাপাশি ১৬৫ সেমি উচ্চতা থাকতে হবে। বুকের ছাতি ফুলিয়ে ও না ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি থাকতে হবে। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা ১৬ জুলাই। ২২৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পার্টে। পার্ট ওয়ানের প্রশ্ন হবে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, জেনারেল ইংলিশ বা হিন্দি, নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড, এবং ক্ল্যারিক্যাল অ্যাপটিটিউড বিষয় পার্ট টু তে থাকবে হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমের ডেসক্রিপটিভ ধরনের বিষয়। এরপর স্কিল টেস্টে প্রতি মিনিটে ৮০ টি শব্দের গতিতে ১০ মিনিট ধরে শর্টহ্যান্ডে নেওয়া ডিক্টেশন ইংরেজিতে ৫০ মিনিটে বা হিন্দিতে ৬৫ মিনিটে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে। সবশেষে নেওয়া হবে মেডিক্যাল এগজামিনেশন। ২৫ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। ওয়েবসাইট: www.crpfindia.com

ব্যাংক

সিন্ডিকেট ব্যাংকের সিভিল শাখায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-টেকনিক্যাল(স্কেল-ওয়ান) আবেদন করতে পারেন। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে রিজনিং(২৫ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড (৫০ নম্বর), ইংলিশ (২৫ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় (১০০ নম্বর)। পরীক্ষার সময় সীমা ২ ঘণ্টা। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.syndicatebank.in

ইউপিএসসি

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওলজিস্ট পদে ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: জিওলজি অ্যাপ্লায়েড জিওলজি, জিও-এক্সপ্লোরেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি, জিও-কেমিস্ট্রি, মেরিন-জিওলজি, আর্থ অ্যান্ড রির্সোস ম্যানেজমেন্ট, ওশানোগ্রাফি অ্যান্ড কোস্টাল এরিয়া স্টাডিজ(কোস্টাল জিওলজি), এনভায়রনমেন্টাল জিওলজি, জিও-ইনফর্মেটিক্স, যে কোনও একটি বিষয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। ওয়েবসাইট: www.upsc.gov.in

কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস পরীক্ষায় আবেদন

কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসেস পরীক্ষায় প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য লিখিত পরীক্ষা হবে এই তিন বিষয়ে– ইংলিশ, জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স। সব ক্ষেত্রেই প্রতি পেপার ১০০ নম্বরে। সময় ২ ঘণ্টা করে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্সে থাকবে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও রাশিবিজ্ঞানের ওপর মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ৩০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। ওয়েবসাইট: www.upsc.gov.in

রিটেল ম্যানেজমেন্ট

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট রিটেল ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় অনার্স-সহ স্নাতক বা সমতুল। পেশাদারি কোর্স, যেমন– ইঞ্জিনিয়ারিং, আইন, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের স্নাতকরাও আবেদনের যোগ্য। সঙ্গে কমন অ্যাডমিশন টেস্ট (ক্যাট) বা ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট (ম্যাট)-এর বৈধ স্কোর থাকতে হবে। কোর্সটির মেয়াদ ২ বছর। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.iiswbm.edu

অন্যান্য চাকরি

সুপ্রিম কোর্টে জুনিয়র কোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে আবেদন করতে হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে স্নাতক। কম্পিউটারের জ্ঞান থাকতে হবে। সঙ্গে কম্পিউটারের প্রতি মিনিটে ৩৫ টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা, টাইপ টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল ইংলিশ, জেনারেল অ্যাপটিটিউড, জেনারেল নলেজ এবং কম্পিউটার নলেজ। সময় ২ ঘণ্টা। টাইপ টেস্টের সময়সীমা ১০ মিনিট। এ ছাড়াও নেওয়া হবে ২ ঘণ্টার ডেসক্রিপটিভ টেস্ট যেখানে প্রশ্ন হবে ইংরেজি কমপ্রিহেনশন, প্রেসি রাইটিং এবং এসে রাইটিং বিষয়ে। সময় ২ ঘণ্টা। উপরের সব কটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাওয়া যাবে। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.sci.nic.in

যুগশঙ্খ SUPPLI team
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ, তনুশ্রী দাস, বিপাশা চক্রবর্তী, দোয়েল দত্ত, শিবানী দাস, সুদীপ্ত বিশ্বাস, সুদীপ্ত চৌধুরী, দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, সৌম্য নিয়োগী, রাহুল চক্রবর্তী, অতনু পাল** (ফোটোগ্রাফার)

উচ্চশিক্ষা

● পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি কলেজে নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অডিওলজি, অ্যান্ড স্পিচ ল্যাঙ্গোয়েজ প্যাথোলজি ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা 'জেনপাহ-২০১৭' পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পত্রে, ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি(১০০ নম্বর) এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্সস(১০০ নম্বর)। প্রতিটি প্রশ্নে ৫০টি করে প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরেজিতে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রথম পত্রের পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১ টা এবং দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল: কলকাতা-উত্তর, কলকাতা-দক্ষিণ, বোলপুর, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মালদা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in

● ব্যাচেলার অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ৫০ শতাংশ (তফশিলি ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) নম্বর সহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ। উচ্চমাধ্যমিকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি এবং ইংলিশ পড়ে থাকতে হবে। 'ইভেটস ২০১৭' পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পত্রে। ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি (১০০ নম্বর) এবং বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস (১০০ নম্বর)। প্রতি পত্রে ৫০টি করে প্রশ্ন হবে বাংলা ও ইংরেজিতে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রথম পত্রের পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১ টা এবং দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। ওয়েবসাইট: www.wbjeeb.in

● কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্টের ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স করায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগ। কোর্স করানো হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলিপুর ক্যাম্পাসে। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে কোনও শাখায় স্নাতক। সঙ্গে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সটির ক্ষেত্রে কমন অ্যাডমিশন টেস্ট (ক্যাট) বা ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট (ম্যাট) বা সমতুল জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কোর্সটির ক্ষেত্রে ক্যাট বা ম্যাট বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট(জে-ম্যাট) বা সমতুল স্তরের পরীক্ষার স্কোর থাকতে হবে। প্রাথমিক বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্সটির ক্ষেত্রে ক্যাট বা ম্যাট অথবা সমতুল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট কোর্সটির ক্ষেত্রে ক্যাট বা ম্যাট নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে গ্রুপ ডিসকাশন এবং পার্সোন্যাল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.caluniv.ac.in

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

পেশা যখন ট্যুরিস্ট গাইড

একটা সময় ছিল, যখন ট্যুরিস্ট গাইড বলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠত সিনেমার পর্দায় দেখা ট্যুরিস্ট গাইডদের মুখ। যাদের দেখে মনে হতো, মোটা টাকা রোজগার তো পরের কথা, এ পেশায় যুক্ত থেকে অন্ন-বস্ত্র জোগাড়ও কঠিন। সময় বদলেছে। বদলেছে বেড়ানো নিয়ে ভাবনাও। মানুষ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বেছে নিচ্ছে বেড়ানো বা ভ্রমণ। তাই দিনে দিনে পর্যটনশিল্প বিকশিত হয়েছে সারা বিশ্বে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয় । এখানেও পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে উল্লেখযোগ্য হারে। সে কারণে কাজের সুযোগ বেড়েছে ট্যুরিস্ট গাইড পেশায়। পর্যটন বিশারদদের মতে, এ-দেশে পেশাদার গাইডের এখন খুব চাহিদা। ভালো গাইড মানেই শুধু পর্যটন মরসুম নয়, সারা বছরই ব্যস্ততা।

পেশা যখন ট্যুরিস্ট গাইড: ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের মতে, বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্প হল পর্যটনশিল্প। সারা বিশ্বে কর্মসংস্থানের দিক থেকে পর্যটনশিল্পই সবচেয়ে এগিয়ে, প্রায় ১১ শতাংশ। ট্যুরিস্ট গাইড, হোটেল ব্যবস্থাপনা, রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপনা, রান্না শিল্প, দোভাষী, পরিবহন ব্যবস্থাপনা— এমন অনেক কাজ পর্যটন শিল্পের মধ্যে পড়ে। তবে গাইডের কাজটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয় আর উপভোগ্য। কাজেই যাঁরা ঘুরতে ভালোবাসেন, পথঘাট-নিয়মকানুন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, পছন্দ করেন মানুষের সঙ্গে মিশতে— এমন যে কেউ বেছে নিতে পারেন এ পেশা।

গাইড মানে পথ প্রদর্শক: পর্যটকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো এ পেশার মূল অংশ হলেও দায়িত্বের পরিধি আরও বড়। পর্যটক চাইলেই যাওয়া-আসা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেও করতে পারেন। কিন্তু বাড়তি কিছু সেবা ও নিশ্চিন্ত ভ্রমণ উপভোগ করার জন্যই ট্যুরিস্ট গাইডের সহায়তা নেন। গাইডের মূল দায়িত্বগুলো হল— পর্যটকদের পছন্দ বা সুবিধা অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুসারে হোটেল, খাবার ও পরিবহন বুকিং কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভ্রমণের সময় পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিসংগত সেবা দেওয়া। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক সমাধান করা। পর্যটককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক তথ্যটি দেওয়া। পর্যটকের পছন্দ, আগ্রহ ও পরিস্থিতি বুঝে তাক্ষণিক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সেবার মান নিশ্চিত করা। অর্থাৎ পর্যটককে সন্তুষ্ট করার মধ্যেই গাইডের সাফল্য নিহিত। কারণ পর্যটক সন্তুষ্ট হলেই ফিরে গিয়ে আরও ১০ জনের কাছে গল্প করবেন, তাতে তৈরি হবে আরও ১০ জন নতুন পর্যটক।

যোগ্যতা: গাইড হওয়ার জন্য আগ্রহটাই সবচেয়ে জরুরি। এর সঙ্গে দরকার বুদ্ধি, পড়াশোনা আর বাংলা ও ইংরেজির ওপর দখল, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা আর নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস। সাম্প্রতিক ও সাধারণ বিষয়গুলোর ওপর দখল থাকলেই পর্যটকদের আস্থা অর্জন করা সহজ হবে। এ ছাড়া আরও যেসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা জরুরি:

পর্যটকদের কথা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা।

সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, হাসিখুশি, কনভিন্সিং ব্যক্তিত্ব ধারন এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া।

পরিমিত স্মার্টনেস, সদালাপী, সময়ানুবর্তী এবং যে কোনও পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা।

সুন্দর ও স্পষ্ট কথা বলার দক্ষতা। ইংরেজি ভাষার ওপর বিশেষ দখল থাকা। অন্য কোনও ভাষা জানা থাকলে তো সোনায় সোহাগা।

দীর্ঘ সময় মন দিয়ে কাজ করার আগ্রহ আর ধৈর্যের সঙ্গে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা।

স্বচ্ছ ভৌগোলিক জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা।

দেশীয় সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আইনকানুন, সরকার প্রদত্ত পর্যটকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিষয়ে ভালো ধারণা থাকা।

কিছু কারিগরিবিদ্যা জানা থাকা; যেমন— গাড়ি চালানো, ছবি তোলা ও কম্পিউটার চালানো, ই-মেল করা ইত্যাদি।

সবচেয়ে জরুরি কথা হল ঘুরে-বেড়াতে ভালোবাসেন কিনা। বেড়ানো বাঙালির রক্তে থাকলেও এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ঘরের কোণে লেপ-কাঁথা টেনে ঘুমোতে পছন্দ করেন বেশি। সেই দলে পড়লে 'ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম' নিয়ে পড়ার কথা গোড়াতেই মাথা থেকে বের করে দিন। কারণ, অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা আর অচেনাকে চেনার আগ্রহ না থাকলে ট্যুরিজম সেক্টরে টিকে থাকা কঠিন। পাশাপাশি একটু চটপটে, ইংরেজি-সহ একাধিক ভাষায় কথা বলতে পারার দক্ষতা থাকলে বৈচিত্রময় এই দেশ ভ্রমণের পেশায় কাজের সুযোগ প্রচুর। শুধু ট্রাভেল এজেন্ট বা ট্যুর অপারেটর হিসাবে নয়, এয়ারলাইনস, ট্রান্সপোর্ট, হোটেল— নানা ক্ষেত্রে চাকরি রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, এই মুহূর্তে এক কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ ট্যুরিজম সেক্টরে কাজ করছেন এবং আগামী কয়েক বছরে আরও তিন কোটি ৭০ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।

সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট— বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে ব্যাচেলর ইন ট্যুরিজম স্টাডিজ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে মাস্টার অব ট্যুরিজম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মাস্টার ইন ট্র্যাভেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে এমএ করা যায়। ডিপ্লোমা কোর্সে ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট, এয়ারলাইন্স ট্র্যাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজমের মতো কিছু অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত কোর্স রয়েছে। তবে, যে কোনও বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে 'ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম' নিয়ে পড়তে পারলে কাজের ক্ষেত্র সবচেয়ে বেশি।

এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রমণ মন্ত্রকের অধীনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট (আইআইটিটিএম) একেবার উপরের দিকে। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএম) কোর্স করায় এরা। এআইসিটিই অনুমোদিত এই কোর্স এমবিএ-র সমতুল্য। ইন্দোর ও গোয়ালিয়র শাখায় পড়ানো হয় ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল' ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস উইথ ফোকাস অন ট্যুরিজম অ্যান্ড লজিস্টিক্স'। ট্যুরিজম অ্যান্ড লেজার' নামে আর একটি পিজিডিএম কোর্স রয়েছে গোয়ালিয়রে। নয়া দিল্লির শাখা প্রতিষ্ঠানেও ওই কোর্সটি আছে। নেলোরে পিজিডিএম হয় ট্যুরিজম অ্যান্ড কার্গো'-তে। ভর্তির জন্য ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্নাতক পাশ করা ন্যূনতম যোগ্যতা। এছাড়াও একটা লিখিত পরীক্ষা হয়। তারপর গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউ। আইআইএম-ক্যাট, এক্সএটি, ম্যাট বা এটিএমএ পাশ করা প্রার্থীদের অবশ্য লিখিত পরীক্ষাটা দিতে হয় না। দু'বছরের এই কোর্স করার পর মোটামুটি একশো শতাংশ প্লেসমেন্ট। আরও জানতে www.iittm.org, এই ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

পুদুচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছরে ট্যুরিজমে এমবিএ করা যায়। সাধারণ ম্যানেজমেন্টের পড়াশোনার পাশাপাশি এই কোর্সে ট্যুরিজম মার্কেটিং, ট্র্যাভেল অপারেশন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, রিসর্ট অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি পড়ানো হয়। ভর্তি পরীক্ষার নোটিস বেরোয় মার্চ-এপ্রিলে। www.pondiuni.org দেখুন।

এমবিএ করা যায় হায়দরাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ', কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-এ। কেরালা রাজ্য সরকারের ট্যুরিজম দফতরের অধীনে কেরালা ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্র্যাভেল স্টাডিজ-এও দু'বছরের এমবিএ কোর্স হয়।

ট্যুরিজম নিয়ে পড়ানো হয় সিমলার হিমাচল প্রদেশ ইউনিভার্সিটি, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, পঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, অসমের ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি-র সেন্টার অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ভুবনেশ্বরের রিজিওনাল কলেজ অব ম্যানেজমেন্ট-এ। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ট্যুরিজম স্টাডিজ বিবিএ কোর্স করায়। ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স টিকেটিং অ্যান্ড সিআরএস-এর উপরে একটা ডিপ্লোমা কোর্সও করায় ওরা।

ডিপ্লোমা কোর্স করা যায় মুম্বইয়ের স্যার ভিটলদাস থ্যাকারসে কলেজ অব হোম সায়েন্স থেকে। নিউ দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি'-র উপরে যেমন বিএ অনার্স করা যায়, তেমনই ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সও হয়।

আমাদের রাজ্যে সরকারি-বেসরকারি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। কলকাতার জর্জ কলেজ, গার্ডেন সিটি, হেরিটেজ, পৈলান, দুর্গাপুরে অ্যাডভান্সড ইনফরমেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, শিলিগুড়ির অ্যাভালন অ্যাকাডেমি আছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ অনার্স করা যায় ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি-র উপর। তিন বছরের এই কোর্সের জন্য দ্বাদশ স্তরে ৪৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেতে হবে।

পড়াশোনার পর সবচেয়ে বেশি যে কাজ পাওয়া যায়, সেটা হল ট্র্যাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটরের। পর্যটক ছাড়াও ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি অফিসের আধিকারিকদের বাইরে যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করাটা মূল কাজ। এছাড়াও ইভেন্ট ম্যানেজার, টিকেটিং অফিসার, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম এক্সপার্ট, ট্রান্সপোর্ট অফিসার, হলিডে কনসালট্যান্ট অ্যান্ড ফিল্ড অফিসার-সহ হাজারও একটা পদ আছে। কাজ পাওয়া যায় থমাস কুক, কক্স অ্যান্ড কিংস, ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ক্যাটারিং অ্যান্ড টিকেটিং কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি), মেক মাই ট্রিপ, স্নো লিওপার্ড অ্যাডভেঞ্চার, পার্লস ট্যুরিজম, সাউদার্ন ট্র্যাভেলস ইত্যাদি সংস্থায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রমণমন্ত্রকে ট্যুর প্ল্যানার বা গাইড-সহ নানা ধরনের পদ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু পদের জন্য স্টাফ সিলেকশনের পরীক্ষা হয়। এয়ারলাইন্সে কাজ পাওয়া যায় ট্র্যাফিক অ্যাসিস্ট্যান্স, রিজার্ভেশন অ্যান্ড কাউন্টার স্টাফ ইত্যাদি পদে। ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইএটিএ), ইউনিভার্সাল ফেডারেশন অব ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (ইউএফটিএএ), ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনস ট্রান্সিসটরাইজেস অ্যাসিমিলিস (এফআইএটিএ) এয়ারলাইন্স ম্যানেজমেন্ট, এয়ার কার্গো-সহ বেশ কিছু ভ্রমণ সংক্রান্ত ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট কোর্স করায় তাদের অনুমোদিত কিছু প্রতিষ্ঠানে। এয়ারলাইন্সে চাকরি পেতে স্নাতক পাশ করার পর এই রকম একটা কোর্স করে রাখতে পারেন।

এছাড়াও কার্গো সার্ভিস, লজিস্টিক, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, হোটেল— অনেক জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে।

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

আইসিএআর-এ ১৬৬ বিজ্ঞানী নিয়োগ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ দেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে সায়েন্টিস্ট এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে লেকচারার/অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদে নিয়োগ করবে। সায়েন্টিস্ট পদে প্রার্থী বাছাই করা হবে এগ্রিকালচার রিসার্চ সার্ভিস এগজামিনেশন (এআরএস)-২০১৬-র মাধ্যমে এবং লেকচারার/অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর পদে যোগ্যতামান যাচাই করা হবে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট-১)-এর মাধ্যমে। এআরএস প্রিলিমিনারি এবং নেট-১ পরীক্ষা যৌথভাবে নেওয়া হবে। পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্টস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। পরীক্ষা চলবে ১৬ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত। পরীক্ষার্থীরা যে-কোনও একটি বা দু'টি পরীক্ষার জন্যই আবেদন করতে পারবেন।

বিষয় আনুসারে সায়েন্টিস্টের শূন্যপদের বিবরণ: এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি: ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এগ্রিকালচারাল এন্টোমোলজি: ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ৩)। এগ্রিকালচারাল মাইক্রোবায়োলজি: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। জেনেটিক্স অ্যান্ড প্লান্ট ব্রিডিং: ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। প্লান্ট বায়োকেমিস্ট্রি: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। প্লান্ট প্যাথোলজি: ১৩টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। প্লান্ট ফিজিওলজি: ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ৩)। অ্যানিম্যাল জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। অ্যানিম্যাল রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড গাইনিকোলজি: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। লাইভস্টক প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজি: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। ভেটেরিনারি ফার্মাকোলজি: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট: ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। এগ্রিকালচারাল কেমিক্যালস: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি: ৩টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১)। অ্যাগ্রোনমি: ১৯টি (সাধারণ ১০, তফসিলি জাতি ৩, ওবিসি ৬)। সয়েল সায়েন্স: ১৩টি (সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ অস্থি-সংক্রান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পাওয়ার: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮টি (সাধারণ ৪, তপসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট শাখায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। নেট-১ পরীক্ষার ক্ষেত্রে বয়সের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। বেতনক্রম: সায়েন্টিস্ট পদের ক্ষেত্রে ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। রিসার্চ গ্রেড পে ৬,০০০ টাকা। কম্পিউটার বেসড ১৫০ নম্বরের পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যারাকপুর। এই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি নম্বর 1(9)/2016-Exam.II.

অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.asrb.org.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো (জেপিইজি ফরম্যাটে ১৫০ কেবি সাইজের মধ্যে, অবশ্যই সাদা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে) এবং কালো বা নীল কালিতে করা সই (জেপিইজি ফরম্যাট ৮০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করেতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি, মহিলা এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)। নেট-১ পরীক্ষার ফি ১,০০০ টাকা (ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা ও তফসিলি, মহিলা এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা অফলাইনে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সিন্ডিকেট ব্যাংকের যে-কোনও শাখায়। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ এপ্রিল। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার পর ইউটিআর নম্বর পাওয়া যাবে। চালানের প্রিন্টআউট উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেই ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। এছাড়া এনইএফটি (ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার) পদ্ধতিতেও ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। চালানের মাধ্যমে ফি দিলে ফি জমা দেওয়ার পর চালানের এএসআরবি অংশটি স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথ ভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ০১১-২৫৮৪ ৩৯০৭/০২৫১। ই-মেইল: arsnet2016@asrb.org.in

সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে ২৪০ নিয়োগ

ওভারশিয়ার, ড্রাফটসম্যান, ম্যানস, প্লাম্বার, ইলেকট্রিশিয়ান, কার্পেন্টার সাব-ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর এবং কনস্টেবল পদে ২৪০ জনকে নিয়োগ করবে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। নিয়োগ হবে সিভিল, ড্রাফটসম্যান, মেসন, প্লাম্বারসহ বিভিন্ন শাখায়। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।

শূন্যপদের বিন্যাস: সাব-ইনস্পেক্টর: ওভারশিয়ার (সিভিল): ১৩৫টি (সাধারণ ৫৯, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ৭, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি জাতি-প্রাক্তন সমরকর্মী ২, তফসিলি উপজাতি ৯, তফসিলি উপজাতি-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, ওবিসি ৩৬, ওবিসি ৩৬, ওবিসি-প্রাক্তন ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স: ৫-৫-২০১৭ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম: ৯,৩০০-৩৪,৮০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,২০০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর: ড্রাফটসম্যান: ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে ড্রাফটসম্যান (সিভিল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্সে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স: ৫-৫-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতনক্রম: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৮০০ টাকা।

কনস্টেবল: ম্যাসন: ৬৫টি (সাধারণ ২১,সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২৬, ওবিসি-প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। প্লাম্বার: ১১টি (সাধারণ ৪, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ২,তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। ইলেকট্রিশিয়ান: ১৪টি (সাধারণ ৬, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৪)। কার্পেন্টার: ৬টি (সাধারণ ৩, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। পেইন্টার: ৬টি (সাধারণ ৩, সাধারণ-প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স: ৫-৫-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। **বেতনক্রম:** ৫,২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,০০০ টাকা।

তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা: সাব-ইনস্পেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ১৭০ সেমি (গোর্খা ও তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৬৫ সেমি এবং ১৬২.৫ সেমি)। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ১৭০ সেমি (তফসিলি উপজাতি এবং গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি: সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৬ ও ৮১ সেমি এবং গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। সবক্ষেত্রেই বয়স ও উচ্চতার মানানসই ওজন হতে হবে। প্রার্থীকে শারীরিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, শিরাস্ফীতি, তির্যক দৃষ্টি এবং চ্যাটালো পায়ের পাতা থাকলে চলবে না।

দৃষ্টিশক্তি: কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন-৬, খারাপ চোখে এন-৯। দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/৯। রং চেনার ক্ষমতা কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে সিপি-ফোর এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সিপি-থ্রি মানের হতে হবে। সাব-ইনস্পেক্টর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে চশমা থাকা চলবে না। কনস্টেবলের ক্ষেত্রে কেবল কাছে দেখার জন্য চশমা থাকতে পারে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড বা স্কিল টেস্ট এবং মেডিকেল এগজামিনেশনের মাধ্যমে। সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৯ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, তিনবারের চেষ্টায় ৩.৬৫ মিটার লং জাম্প, ১.২ মিটার হাইজাম্প এবং ৪.৫ মিটার শটপাট। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৯ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়।

শারীরিক সক্ষমতা এবং দৈহিক মাপজোকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে নেওয়া হবে লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষা ৩০ জুলাই। এসআই পদের ক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয় (৫০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (২৫ নম্বর), ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স এবং কেমিস্ট্রি (২৫ নম্বর) বিষয়ে। এএসআই পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ম্যাথমেটিক্স (১৫ নম্বর), সায়েন্স (১৫ নম্বর), ইংলিশ (১৫ নম্বর), জেনারেল নলেজ অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস (১৫ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় (৪০ নম্বর) সম্পর্কে। কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় প্রথম পার্টে (৪০ নম্বর) প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড, বিভিন্ন প্যাটার্নের মধ্যে পার্থক্য করা, ইংরেজি অথবা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে। দ্বিতীয় পার্টে (৬০ নম্বর) প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট ট্রেড বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘণ্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.crpfindia.com অথবা www.crpf.nic.in প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৬ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে তিনটি পার্টে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো এবং সই (উভয়ই জেপিজি ফরম্যাটে ৪ থেকে ১২ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

যথাযথভাবে অনলাইন দরখাস্ত সাবমিট করার পর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে। পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে সাব-ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে ২০০ টাকা এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। অনলাইনে নেট ব্যাংকিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কিংবা এসবিআই চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে-কোনও শাখায় ফি জমা দিতে পারেন। এসবিআই চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১ মে। ফি জমা দিয়ে পাওয়া রসিদ নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরে প্রয়োজন হবে। তফসিলি এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না।

পরীক্ষাকেন্দ্র-সংক্রান্ত এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.crpf.nic.in

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

ভারতীয় নৌবাহিনীতে অফিসার নিয়োগ

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু কমিশন্ড অফিসার নেবে ভারতীয় নৌবাহিনী। নিয়োগ হবে পার্মানেন্ট কমিশনে লজিস্টিক্স ক্যাডারে এবং শর্ট সার্ভিস কমিশনে এডুকেশন ব্রাঞ্চে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে। শুধুমাত্র অবিবাহিত তরুণ-তরুণীরা আবেদন করবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এডুকেশন ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে: এমএসসি (ফিজিক্স)। বিএসসি-তে ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা এমএসসি (ম্যাথমেটিক্স)। বিএসসি-তে ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা এমএসসি (কেমিস্ট্রি) ও বিএসসি-তে ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে। অথবা ইংরেজি বা ইতিহাসে এমএ।

লজিস্টিক্স ক্যাডারের ক্ষেত্রে: যে-কোনও বিষয়ে বি ই বা বি টেক অথবা এমবিএ। অথবা বিএসসি বা বিকম বা বিএসসি (আইটি), সঙ্গে ফিনান্স বা লজিস্টিক্স বা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অথবা এমসিএ বা এমএসসি (আইটি)।

সব ক্ষেত্রেই ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। এর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ এবং ইংরেজি বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিকে বা মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

এডুকেশন ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ উভয়ই আবেদনের যোগ্য। কিন্তু লজিস্টিক ক্যাডারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষরাই আবেদন করতে পারবেন।

জন্মতারিখ এডুকেশন ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে হতে হবে ২-১-১৯৯৩ থেকে ১-১-১৯৯৭-এর মধ্যে এবং লজিস্টিক ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ২-১-১৯৯৩ থেকে ১-৭-১৯৯৮-এর মধ্যে। দৈহিক মাপজোক: উচ্চতা ১৫৭ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি)। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি দুরের ক্ষেত্রে উভয় চোখে ৬/৬০ হওয়া চাই। চশমা-সহ ৬/৬, ৬/১২ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। বর্ণান্ধতা বা রাতকানা অসুখ থাকলে চলবে না।

প্রার্থী বাছাই হবে সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে দু'টি পর্বে। প্রথম পর্বের পরীক্ষায় থাকবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন, ডিসকাশন টেস্ট। প্রথম পর্বের পরীক্ষায় অসফল হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষায় থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং, গ্রুপ টেস্টিং বেঙ্গালুরু বা ভোপাল বা কোয়েম্বাটোর বা বিশাখাপত্তনমে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া চলবে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত।

নিয়োগ হবে সাব লেফটেন্যান্ট র‍্যাংকে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮-র জানুয়ারি মাসে কেরলের এঝিমালায়, ইন্ডিয়ান ন্যাভাল অ্যাকাডেমিতে। ট্রেনিং চলাকালীন পুরো বেতন ও ভাতা পাওয়া যাবে।

বেতনক্রম: ১৫,৬০০-৩৯,১০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। মিলিটারি সার্ভিস পে ৬,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। কম্যান্ডার র‍্যাংক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.joinindiannavy.gov.in প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২০ এপ্রিল। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি বা এফআইআইটি ফরম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।

লাইব্রেরিতে ২২

দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরিতে ২২জন মাল্টিটাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হবে।

মোট শূন্যপদ ২২, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ১৩, অসংরক্ষিত ৫।

বেতন: ৫২০০-২০২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ১৮০০ টাকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনও স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাশ। সঙ্গে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ডিপ্লোমা।

বয়স: ২৩-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে ২৫ বছর। তফসিলি, ওবিসি ও অন্যান্য সংরক্ষিত শ্রেণিরা নিয়মানুযায়ী ছাড় পাবেন।

আবেদন করবেন নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে www.dpl.gov.in এই ওয়েবসাইট থেকে। সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট মাপের ফোটো আবেদনপত্রের সঙ্গে সেঁটে দিতে হবে। পূরণ করা আবেদনপত্র ২৩ মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে এই ঠিকানায় পৌঁছতে হবে: Dy. Director(Admn), Delhi Public Library, S P Mukherjee Narg, Delhi-110006. পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন, জন্মতারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও অন্যান্য জরুরি নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত জেরক্স। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

বিদ্যুৎ সংস্থায় ৭৫ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

ভারতীয় রেল বিজলি কোম্পানি লিমিটেড, ক্রান্তি বিজলি উৎপাদন নিগম লিমিটেড, নবীনাগড় পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড যৌথভাবে ৭৫জন ডিপ্লোমা ট্রেনি নিয়োগ করবে।

শূন্যপদ: মেকানিক্যাল: ২৯, ইলেকট্রিক্যাল:২৮ , সি অ্যান্ড আই:১৬, সিভিল: ২।

ট্রেনিং চলবে ১ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন মাসে ১৫,৫০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। ট্রেনিং শেষে নিয়োগ হবে জুনিয়র ফোরম্যান, জুনিয়র কন্ট্রোলার, জুনিয়ার ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। তখন বেতন ১৫৫০০-৩৪৫০০ টাকা।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের জন্য ৭০% নম্বর সহ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগে তিন বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা।

মেকানিক্যাল বিভাগের জন্য ৭০% নম্বর সহ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তিন বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা। সি অ্যান্ড আই বিভাগের জন্য ৭০% নম্বর সহ ইনস্ট্রুমেন্টেশন বা ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে তিন বছরের পূর্ণ সময়ের ডিপ্লোমা।

বয়স হতে হবে ২৬-৪-২০১৭ তারিখে ২৫ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, ওবিসি ও অন্যান্য সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। দুটি পার্টে লিখিত পরীক্ষা হবে। পার্ট ১-এ ৭০টি মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। পার্ট ২-তে ৫০টি প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপ। হিন্দি ও ইংরেজিতে প্রশ্ন হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষা হবে ২৮ মে।

আবেদন ফি ৩০০ টাকা। টাকা জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাংকের যে কোনও শাখায় পে-ইন স্লিপ বা চালানের মাধ্যমে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.jvdtcareers.net. আবেদন করার সময় নিজের পাসপোর্ট সাইজ ফোটো ও সই স্ক্যান করে রাখতে হবে। প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। আবেদনপত্র পূরণের পর এক কপি প্রিন্টআউট নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। আবেদন করতে পারবেন ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত।

ট্রেনিং দিয়ে ব্যাংক অব বরোদায় ৪০০ প্রোবেশনারি অফিসার

ব্যাংকিং ও ফিনান্সের পোস্ট-গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স করিয়ে ৪০০ জন প্রোবেশনারি অফিসার নিয়োগ করবে ব্যাংক অব বরোদা। ৯ মাস মেয়াদের স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট কোর্সটি ব্যাংকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করাবে বরোদা মণিপাল স্কুল অব ব্যাংকিং। সফলভাবে কোর্স শেষ করলে নিয়োগ হবে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল ওয়ানে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

মোট শূন্যপদ: ৪০০টি (সাধারণ ২০২, তফসিলি জাতি ৬০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি ১০৮)। সরকারি নিয়মানুসারে দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে-কোনও শাখায় ৫৫ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) নম্বর-সহ স্নাতক।

বয়স: ১-৪-২০১৭ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ ২-৪-১৯৮৯ থেকে ১-৪-১৯৯৭-এর মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিমানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি: ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ব্যাংক অব বরোদা থেকেই শিক্ষাঋণ পাওয়া যাবে। কোর্স শেষের পর ৭ বছরে ঋণ শোধ করতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা, সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৭ মে। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা ও বর্ধমান।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে রিজনিং (৫০ নম্বর), কোয়ান্টিটেভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), ব্যাংকিং শিল্প-সংক্রান্ত প্রশ্নসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) এবং ডেসক্রিপটিভ ধরনের ইংরেজি (৫০ নম্বর) বিষয়ে। ডেসক্রিপটিভ ইংরেজি ছাড়া বাকি সব পত্রের ক্ষেত্রে অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে। সময়সীমা ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ১২ মে থেকে পরীক্ষার কললেটার ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে: www.bankofbaroda.co.in

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.bankofbaroda.co.inপ্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ১ মে। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় প্রার্থীর ফোটো (জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ২০০x২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০-৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিইজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ১৪০x৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০-২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৭৫০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। ব্যাংক চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের (মাস্টার বা ভিসা) মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করুন। সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পাঠকের অনুরোধে এখন পুরো চার পাতা জুড়ে চাকরি, ট্রেনিং ও কোর্সের খোঁজ-খবর

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৭৩ চাকরি

হিন্দুস্তান অ্যারোনোটিক্স লিমিটেডের লখনউয়ের অ্যাকসেসরিজ ডিভিশন অপারেটর পদে ১৭৩ জন লোক নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে মেশিনিস্ট, টার্নার, গ্রাইন্ডার, ফিটার, ইলেকট্রনিক্স মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান ও ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-২-২০১৭-র হিসাবে ২৮ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ: ১৭৩টি (জেনারেল ৮৯, ওবিসি ৪৬, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ২)। কোন ট্রেডে কটি শূন্যপদ: পোস্ট কোড: LT-C5-001: মেশিনিস্টে ১৬ টি, পোস্ট কো:ঃ LT-C5-002: টার্নারে ২১টি, পোস্ট কোড: LT-C5-003: গ্রাইন্ডারে ১১টি, পোস্ট কোডঃ LT-C5-004: ফিটারে ৯৫টি, পোস্ট কোডঃ LT-C5-005: ইলেকট্রনিক্স মেকানিকে ১৯টি, পোস্ট কোড: LT-C5-006: ইলেকট্রিশিয়ানে ৩টি, পোস্ট কোড: LT-C5-00%: ইনস্ট্রুমেন্টেশন মেকানিকে ৮টি। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় ৬০% (তফসিলি, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেলে সফল হবেন। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে। ৪ বছরের চুক্তিতে কাজ করতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ২৬,৩৪২ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HAL-ADL/1211/HR/R/ 2017/03. Dated: 27th March, 2017. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.hai-india.com এজন্য বৈধ একটি ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। কোন অসুবিধা হলে ই-মেইল করুন: recruitment.adlko@hal-india.com.

target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্রে কর্মমুখী ট্রেনিং

রামকৃষ্ণ মঠের মা সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্র ক্লাস এইট পাশ থেকে ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েদের জন্য ৩টি কর্মমুখী ট্রেনিং দিচ্ছে। দক্ষতা বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে এই ২টি ট্রেডে: (১) ইলেকট্রিশিয়ান (হাউস ওয়্যারিং ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স)। ক্লাস টেন পাশ ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারেন। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩ মাস। ট্রেনিং শেষে সফলদের শাপুরজি-পালোনজি ও গাড়ি তৈরির সংস্থায় কাজের সুযোগ আছে। (২) পাটের বৈচিত্রময় পণ্য তৈরি। ক্লাস এইট পাশ ও সেইসঙ্গে সেলাই মেশিন চালানোর সাধারণ অভিজ্ঞতা থাকলে ভর্তি হতে পারেন। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ মাস। ট্রেনিং শেষে কাজের সুযোগ আছে।

বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরির জন্য যোগ্য করে তোলার জন্য এমপ্লয়বিলিটি এনহেন্সমেন্ট প্রোগ্রামে ২ মাসের সফট স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা এই প্রকল্পে ট্রেনিং নিতে পারেন। ট্রেনিং শেষে সফলদের টিসিএস-এ চাকরির সুযোগ আছে। ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। আগে আসার ভিত্তিতে মিলবে এই সুযোগ। ভর্তির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়: সারদা স্বনির্ভর কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩। ফোন: (০৩৩) ২৫৩৩-০০৮৪।

টিস-এ বিভোক, পিজি ডিপ্লোমা

ভোকেশনাল এডুকেশনে এইচ আর অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ভর্তির আবেদন আহ্বান করছে টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল সায়েন্স-এসভিই।

বিভোক কোর্স (ব্যাচেলর অব ভোকেশনাল এডুকেশন): ১) ব্যাংকিং, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস অ্যান্ড ইনশিওরেন্স, ২) সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং। পিজি ডিপ্লোমা কোর্স: ১) এইচ আর অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ২) সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং, ৩) ব্যাংকিং, ফিনান্সিয়াল মার্কেটস অ্যান্ড ইনশিওরেন্স।

বিভোক কোর্সের সময়সীমা ৩ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল পাস। পিজি ডিপ্লোমা কোর্সের সময়সীমা ১ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্র্যাজুয়েট। আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন: www.aparindia.org এই ওয়েবসাইটে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার ছেলেমেয়েদের জন্য রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ে নাট্যকলার ডিপ্লোমা কোর্স

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা নাট্যকলায় ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ২০১৭-২০২০ সেশনের জন্য ভর্তি নিচ্ছে। সেশন শুরু হবে ১৭ জুলাই থেকে। এই কোর্সে অভিনয়, পরিচালনা, ডিজাইন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশাদার হওয়ার ট্রেনিং দেওয়া হবে। পড়ানো হবে হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে।

যে কোনও শাখার ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা অন্তত ৬টি থিয়েটার প্রোডাকশনে অংশ নিয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। হিন্দি ও ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৭-২০১৭-র হিসাবে ১৮-৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন প্রতি মাসে ৮,০০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে। প্রথমে প্রার্থীদের একটি অডিশন নেওয়া হবে। কলকাতায় অডিশনের তারিখ ৩ ও ৪ মে। অডিশনে সফল প্রার্থীদের এরপর ৫ দিনের একটি ওয়ার্কশপে যোগ দিতে হবে। ওয়ার্কশপ চলবে ১০ থেকে ১৪ জুন। চূড়ান্ত মনোনয়ন পেতে হলে মূল্যায়নের পরীক্ষায় সফল হতে হবে। শেষে নেওয়া হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। দিল্লিতে ওই ওয়ার্কশপে ডাক যোগ দেওয়ার ডাক পেলে ডিএ; দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন বা বাস ভাড়া দেওয়া হবে। সিট: ২৬ (জেনারেল ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি, ওবিসি ৭)।

ভর্তির জন্য অনলাইন বা অফলাইনে আবেদন করতে হবে। অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.nsd.gov.inঅনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২২ এপ্রিল। অনলাইন ফর্ম সাবমিট করার সময় ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০ টাকা। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্ত ও ফি জমা দেওয়ার পর পূরণ করা দরখাস্ত ও ফি জমা দেওয়ার বয়সিদের ১ কপি প্রিন্টআউট নেবেন। নিজের কাছে রেখে দেবেন কোথাও পাঠাতে হবে না।

অফলাইনে দরখাস্তের ক্ষেত্রে দরখাস্তের ফর্ম ও প্রোসপেক্টাস ডাউনলোড করে নেবেন ওপরের ওয়েবসাইট থেকে। ফি-বাবদ ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ১৫০ টাকা। ডিমান্ড ড্রাফট পাঠাতে হবে The Director, National School of Drama, New Delhi-র অনুকূলে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: Application for Admission 2017-2020. ডিমান্ড ড্রাফট-সহ পূরণ করা দরখাস্ত পাঠাতে হবে ২২ এপ্রিলের মধ্যে। এই ঠিকানায়: To Dean, Academic, National School of Drama, Bahawalpur House, Bhagwandas Road, New Delhi-110001. বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওয়েবসাইটে।

'টার্গেট @ কেরিয়ার' কেমন লাগছে, জানান আমাদের মেল করে

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত কোর্স

বিদ্যুৎ উপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি চালানো এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক পিজিডিসি কোর্স করানো হচ্ছে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইরিগেশন অ্যান্ড পাওয়ার-এ। কোর্সটি ২৬ সপ্তাহের। কোর্স শুরু চলতি বছরের ২৯ মে।

যোগ্যতা: স্বীকৃত কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিকাল বা ইলেকট্রিকাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি টেক। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং গ্র্যাজুয়েশন স্তরে অন্তত ৬০% নম্বর থাকতে হবে। যাঁরা চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনযোগ্য।

বয়স: নন-স্পনসরড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৯-৫-২০১৭ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে। স্পনসরড প্রার্থীদের কোনও বয়সসীমা নেই।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিগ্রি কোর্সে পাওয়া নম্বর অথবা ২০১৬ সালের গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে ভর্তি নেওয়া হবে।

ভর্তি ফি: নন-স্পনসরড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১,৬০,০০০ টাকা এবং স্পনসরড প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২,১০,০০০ টাকা।

মোট আসন ৬০টি। এর মধ্যে ১৫টি আসন বিদ্যুৎ দফতরে যাদের এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আছে এবং গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ৬০% নম্বর আছে সেইসব স্পনসরড প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে www.cbip.org. অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের প্রিন্টআউট নিয়ে সেই প্রিন্টআউটের সঙ্গে ৪০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট খামে ভরে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: Director, CBIP Centre of Excellence, Plot No. 21, Sector-32, Gurgaon-122001.

ডিমান্ড ড্রাফটটি 'CBIP, New Delhi'-এর অনুকূলে প্রদেয় হবে। অনলাইন আবেদন করার শেষ তারিখ ১২ মে। এবং আবেদনপত্র পৌঁছনোর শেষ তারিখ ১৭ মে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য উপরিউক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।

এটিডিসি-র কর্মমুখী ট্রেনিং

ওএনজিসি সংস্থার সিএসআর প্রকল্পে আর্থিক সহায়তায় সল্টলেকের অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজাইন সেন্টার বেকার ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য দুটি কর্মমুখী ট্রেনিং দিচ্ছে:

১) প্রোডাকশন সুপারভাইজার সুইং/ প্রোডাকশন সুপারভিশন অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল। যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে বয়স হলে আবেদন করা যাবে। ৬ মাসের কোর্স এবং সিট সংখ্যা ৪০টি। দুটি ব্যাচে ২০জন করে নেওয়া হবে।

২) সুইং মেশিন অপারেটর। লিখতে ও পড়তে জানলেই হবে। বয়স হতে হবে আগের মতোই। ৩ মাসের কোর্স।

সিট সংখ্যা: ৫০টি। দুটি ব্যাচে ২৫ জন করে নেওয়া হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে প্রথম কোর্সের জন্য ১৮ এপ্রিল ও দ্বিতীয় কোর্সের জন্য ১৯ এপ্রিল। সকাল ১১টা থেকে। এই ঠিকানায়: অ্যাপারেল ট্রেনিং অ্যান্ড ডিজাইন সেন্টার, প্লট নং ৩বি, ব্লক এলএ, সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯৮।

ইন্টারভিউয়ের দিন নিয়ে যেতে হবে প্রার্থীদের পারিবারিক আয়, আধার কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতি ও বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত জেরক্স কপি ও সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো।

এছাড়াও ইন্টারভিউয়ের দিন সব সার্টিফিকেটের মূল কপি নিয়ে আসতে হবে।

ওপরের ঠিকানায় আবেদনপত্র পাওয়া যাচ্ছে। যেসব প্রার্থীরা আবেদনপত্র নিতে আসতে পারছেন না, তাঁরা ইন্টারভিউয়ের দিন আবেদনপত্র সংগ্রহ করে যাবতীয় সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি জমা দিতে পারবেন। ইন্টারভিউয়ে সফল প্রার্থীরা আগে আসার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: (০৩৩) ২৩৩৫৯৯৯৪।

সমাজসেবাতে মাস্টার ডিগ্রির কোর্স

২০১৭-'১৯ শিক্ষাবর্ষে সমাজসেবায় মাস্টার ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য দরখাস্তের আহ্বান করছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি দুর্গাপুর।

যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্তত ৫৫% নম্বর সহ গ্র্যাজুয়েট। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অন্তত ৬০% নম্বর থাকতে হবে।

লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। লিখিত পরীক্ষা ৭০ নম্বরের এবং ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৩০ নম্বর এসে রাইটিং, ২০ নম্বর রিজনিং এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২০ নম্বরের। লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের দিন ধার্য হয়েছে ১৯ জুন।

কোর্স ফি : ৩০০০০ টাকা।

ভর্তির জন্য ফর্ম পাবেন www.nitdgp.ac.in এই ওয়েবসাইটে। সঠিকভাবে পূরণ করা ফর্ম ৩১ মের মধ্যে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Head, Department of Humanities and Social Sciences, National Institute of Technology Durgapur, M G Avenue, Durgapur 713209. দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন: Application For MSW Program 2017-18.

এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স

এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকাট্রনিক্স প্রভৃতি বিষয়ে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে বি টেক কোর্সের জন্য ভর্তির দরখাস্ত আহ্বান করছে স্কুল অব এরোনেটিক্স।

বি টেক: এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। কোর্সের সময়সীমা ৪ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাস।

বি টেক: মেকাট্রনিক্স। কোর্সের সময়সীমা ৪ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক পাস।

এয়ারক্রাফট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং: কোর্সের সময়সীমা ৩ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাস।

এএমই উইদ বিটেক এরোনটিক্যাল। কোর্সের সময়সীমা ৪ বছর। আবেদন পদ্ধতি ও অন্যান বিষয় জানুন: www.soaneemrana.org. এই ওয়েবসাইটে।

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ১৩ এপ্রিল ২০১৭

কেরিয়ার টিপস

নতুন কৌশলে চাকরির জন্য গড়ে তুলুন নিজেকে

ক্লাসের মধ্যে প্রথম হওয়া ছাত্রীটিই যে ভালো চাকরি পাবে আগে এমন ধারণা থাকলেও, এখন মানুষের মধ্যে থেকে সেই ধারণা পাল্টেছে। কারণ চাকরি শুধুমাত্র পরীক্ষার রেজাল্টের ওপর নির্ভর করে এমনটা নয়, তার জন্য দরকার আরও কিছু। পরীক্ষার রেজাল্ট গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একটি চাকরির জন্য সেটিই সর্বস্ব নয়।

একটা সময় ছিল যখন অভিভাবক বলতেন, অঙ্ক আর ইংরেজিটা ভালো করে শেখো, নইলে ভালো চাকরি পাবে না। এরপর এল টাইপ ও শর্টহ্যান্ড। সেই যুগও চলে গেছে।

এরপর চাকরির বাজার জায়গা করে নিল কম্পিউটার। তখন মানুষ সেইদিকে পুরো মনোযোগ দিয়ে কাজ শুরু করল।

নয়া জমানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাকরির বাজারেও হাল আমলে যোগ হয়েছে নতুন নতুন চাহিদা। তার সঙ্গে মিল রেখে নতুন সব যোগ্যতায় নিজেকে সাজাতে হচ্ছে নবীন চাকরিপ্রার্থীদের।

নতুন পদ্ধতি

ধরুন, কোনও একটি পদে হুট করে গুটিকয়েক কর্মীর দরকার হয়ে পড়ল। অল্প কয়েকটি পদের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়াটা অনেক সময় চাকরিদাতার কাছে হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। আশপাশের পরিচিতজনদের মধ্যে যোগ্য কেউ থাকলেই সমস্যার সমাধান। কোম্পানির মালিক হলে আপনিও এমনটা ভাববেন, এতে দোষের কিছু নেই। তো, পরিচিত গণ্ডির মধ্যে পাওয়া না গেলে ডাক পড়ে আশপাশের সহকর্মী ও অধস্তনদের। তখন তাদের ওপর চাকরি প্রার্থীদের খোঁজের ভার পড়ে। গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেশিরভাগ চাকরিই বিজ্ঞপ্তির মুখ দেখে না। তাই বলে ওই বেশিরভাগ চাকরি কি আপনার নাগালের বাইরে থাকবে? যদি তা না চান তবে আপনাকে কৌশলে স্থান করে নিতে হবে সেই দ্বিতীয় স্তরটিতে, যেখানে আপনার চেনা গণ্ডির মধ্যে থাকবেন দেশের সেরা চাকরিদাতা কিংবা কোম্পানির সিনিয়র এগজিকিউটিভরা। আধুনিক কেতাবি ভাষায় যাকে বলা যায় নেটওয়ার্কিং'। চাকরির বাজারে ভালো অবস্থান ধরে রাখতে অবশ্যই আপনাকে গড়ে তুলতে হবে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক।

সিভির দিকে মনোযোগ দিন

সিভিতে অবশ্যই কেরিয়ার অবজেকটিভ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। সুন্দরভাবে তুলে ধরা অবজেকটিভ অবশ্যই নিয়োগকারীদের প্রভাবিত করে। সর্বোচ্চ দুই-তিন লাইনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী নিজের শক্তিশালী দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। অবশ্যই তা যেন নিয়োগকারীদের বিরক্তির উদ্রেক না করে। সিভি যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করা ভালো। পরীক্ষার ফল সিজিপিএ র‍্যাংকিং ৩-এর নীচে হলে না লেখাই ভালো, তবে সেক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও সমস্যা নেই। বৈবাহিক অবস্থা, জাতীয়তা, ধর্ম, ওজন, উচ্চতা এই সব জরুরি নয়।

রেফারেন্স হিসাবে ফ্রেশারদের অবশ্যই তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনও শিক্ষককেই নির্বাচন করা উচিত। আরেকজন হতে পারেন, যে প্রতিষ্ঠানে আবেদন করছেন সেখানকার সুপরিচিত কেউ। রক্তের সম্পর্কের কাউকে এখানে উল্লেখ না করাই উচিত। তবে রেফারেন্স যাঁদের দেওয়া হবে তাঁদের জানিয়ে রাখতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় তাদের কাছে সিভির একটি কপি থাকলে।

এক্সট্রা কারিকুলার

এখনকার করপোরেট অফিসগুলোতে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজের ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। সিভিতে যত বেশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করতে

পারবেন, চাকরির ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশি হবে। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজগুলো আপনাকে নানাভাবে সাহায্য করবে।

আপডেটেড থাকুন

সময়টাই এগিয়ে থাকার। শত মানুষের মধ্যেও চাকরিদাতার চোখ যেন আপনার ওপরই পড়ে। যদি তিনি আপনার মধ্যে বিশেষ গুণের সন্ধান পান তবে চাকরিটা আপনার ঝুলিতেই পড়বে। এ জন্য দরকার চাকরিদাতার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগে থেকেই কিছু জেনে রাখা। এ কাজে ঢের উপকারে লাগে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট। ওইসব ওয়েবসাইটে নিয়মিত ঢুঁ মারলেই যথেষ্ট। পছন্দের প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা তৈরি করে রাখুন। তাদের চাকরির বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখুন। চাকরির ধরন বুঝে তৈরি করুন আবেদনপত্র। অনলাইনেও আবেদন করা যায়। আধুনিক সব প্রযুক্তিকেই কাজে লাগান।

রেফারেন্স তৈরি

চাকরির ক্ষেত্রে রেফারেন্সের ওপর গুরুত্ব দেওয়া খুব জরুরি। তাহলে আলাদা সুবিধা পাওয়া যায়। কোনও নামী মানুষের সঙ্গে পরিচয় আপনাকে চাকরির ক্ষেত্রে সিঁড়ির প্রথম ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারে। তারপর চাকরির ক্ষেত্রে নিজের জায়গা তৈরি করাটা আপনাকেই ঠিক করে নিতে হবে।

জব মার্কেট সম্পর্কে জ্ঞান

প্রত্যাশিত চাকরি পেতে হলে চাকরির বাজার সম্পর্কে অবশ্যই ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। কখন কোন কাজের চাহিদা বেশি, সেটা আঁচ করতে হবে। সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।

আগ্রহ অনুযায়ী পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ

২০০১ সালে আমেরিকার বিখ্যাত স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতায় অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ভালোবাসার কাজটি খুঁজে নিতে হবে।' আপনার ভালোবাসার কাজ কোনটি তা অন্য কেউ ঠিক করে দেবে না। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই বুঝে নিন আপনার পছন্দের কাজ কোনটি। আর পছন্দের চাকরির জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগও আছে যথেষ্ট। গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন, ফোটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে আছে রেডিও জকি তৈরির কারখানাও। পাশাপাশি শিখতে পারেন বিভিন্ন ভাষাও।

চাকরি মেলায় যান

প্রতিবছরই নানা পরিসরে জব ফেয়ার হয়। সেখানে চাকরির ডালি নিয়ে হাজির হয় চাকরিদাতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। জব ফেয়ারে যাওয়ার আগে সুন্দর গোছানো সিভি নিয়ে যেতে ভুল করবেন না। মেলায় প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সেমিনারেরও আয়োজন করে। চাকরির হাল-হকিকত জানতে ওই সেমিনারে অংশ নিতেই হবে।

'ফোর্স সিভি' জমা দিন

প্রয়োজনটা যেহেতু আপনার, তাই আগ বাড়িয়ে আপনাকেই বলতে হবে প্লিজ আমাকে ডাকুন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার আগেই সেখানে সিভি জমা দিতে পারেন। আপনার যোগ্যতা ও চাহিদামতো পদের কথাও উল্লেখ করতে পারেন আবেদনপত্রে। যোগ্যতা একাধিক পদে হলে ভিন্ন ভিন্ন পদের কথা উল্লেখ করতে পারেন। এখন বড় করপোরেট হাউসগুলো প্রার্থী বাছাই পর্যন্ত পুরো কাজটি তৃতীয় কোনও প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে করিয়ে থাকে।

জীবনের পাঠ কিছুই যাবে না বৃথা

অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা ছেড়ে দেন। পরে নিতান্তই শখের বসে রিড কলেজ থেকে ক্যালিগ্রাফির ওপর একটি কোর্স করেন। এই ক্যালিগ্রাফি যে কাজে আসতে পারে তা ভাবেননি। এর ১০ বছর পর স্টিভ যখন ম্যাকিন্টস কম্পিউটারের ডিজাইন করছিলেন তখন কাজে লাগে তার ক্যালিগ্রাফিবিদ্যা। ম্যাক কম্পিউটারের ফন্ট জবসের ক্যালিগ্রাফি-বিদ্যার ফসল। পরবর্তী সময়ে উইন্ডোজ ম্যাকের ফন্ট ব্যবহার করে। তাই বলা হয়, জবস যদি ক্যালিগ্রাফি না শিখতেন তাহলে হয়তো কম্পিউটারে এত সুন্দর ফন্ট থাকত না। স্টিভ জবসের মতোই জীবনের সব জ্ঞান আপনার জন্য একেকটি বিন্দুর মতো কাজ করবে। সুতরাং যতটা সম্ভব নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে ভরিয়ে তুলুন। সেসব জুড়ে দিয়ে পেয়ে যাবেন জীবনের সরল সমাধান।

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজ-খবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজ-খবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল।

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com